ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

FREE WILL OR GOD'S WILL

'যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'

শ্রীরামকৃষ্ণ -- আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ-সব বলে কে? আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি; নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' তাঁরই জয়; আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী যখন সহস্রধারা কলসী লয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুকুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাহল; বলে এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী বললেন, 'তোমরা আমার জয় কেন দাও; বল, কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়! আমি তাঁর দাসী মাত্র।' ওই অবস্থায় ভাবে বিজয়কে বুকে পা দিলুম; এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি!

ডাক্তার -- তারপর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাতজোড় করে) -- আমি কি করব? সেই অবস্থাটা এলে বেহুঁশ হয়ে যাই! কি করি, কিছুই জানতে পারি না।

ডাক্তার -- সাবধান হওয়া উচিত, হাতজোড় করলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তখন কি আমি কিছু করতে পারি? -- তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢঙ মনে কর তাহলে তোমার সায়েন্স-মায়েন্স সব ছাই পড়েছো।

ডাক্তার -- মহাশয়, যদি ঢঙ মনে করি তাহলে কি এত আসি? এই দেখ, সব কাজ ফেলে এখানে আসি; কত রোগীর বাড়ি যেতে পারি না, এখানে এসে ছয়-সাত ঘণ্টা ধরে থাকি।

[*'ন যোৎস্য' -- ভগবদ্‌গীতা -- ঈশ্বরই কর্তা, অর্জুন যন্ত্র*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- সেজোবাবুকে বলেছিলাম, তুমি মনে করো না, তুমি একটা বড়মানুষ, আমায় মানছো বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম! তা তুমি মানো আর নাই মানো। তবে একটি কথা আছে -- মানুষ কি করবে, তিনিই মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়কুটো!

ডাক্তার -- তুমি কি মনে করেছো অমুক মাড় তোমায় মেনেছে বলে আমি তোমায় মানব? তবে তোমায় সম্মান করি বটে, তোমায় রিগার্ড করি, মানুষকে যেমন রিগার্ড করে --

শ্রীরামকৃষ্ণ -- আমি কি মানতে বলছি গা?

গিরিশ ঘোষ -- উনি কি আপনাকে মানতে বলছেন?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) -- তুমি কি বলছো -- ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তবে আর কি বলছি! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি করবে? অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বললেন, আমি যুদ্ধ করতে পারব না, জ্ঞাতি বধ করা আমার কর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন -- 'অর্জুন! তোমায় যুদ্ধ করতেই হবে, তোমার স্বভাবে করাবে!' শ্রীকৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই লোক মরে রয়েছে।[1] শিখরা ঠাকুর বাড়িতে এসেছিল; তাঁদের মতে অশ্বত্থ গাছে যে পাতা নড়ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় -- তাঁর ইচ্ছা বই একটি পাতাও নড়বার জো নাই!

[***Liberty or Necessity? -- Influence of Motives***]

ডাক্তার -- যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্য কথা কও কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- বলাচ্ছেন, তাই বলি। 'আমি যন্ত্র -- তুমি যন্ত্রী।'

ডাক্তার -- যন্ত্র তো বলছো; হয় তাই বল, নয় চুপ করে থাকো। সবই ঈশ্বর।

গিরিশ -- মসাই, যা মনে করুন। কিন্তু তিনি করান তাই করি। A single step against the Almighty will (তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা) কেউ যেতে পারে?

ডাক্তার -- Free Will তিনিই দিয়েছেন তো। আমি মনে করলে ঈশ্বর চিন্তা করতে পারি, আবার না করলে না করতে পারি।

গিরিশ -- আপনার ঈশ্বরচিন্তা বা অন্য কোন সৎকাজ ভাল লাগে বলে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়।

ডাক্তার -- কেন, আমি কর্তব্য কর্ম বলে করি --

গিরিশ -- সেও কর্তব্য কর্ম করতে ভাল লাগে বলে!

ডাক্তার -- মনে কর একটি ছেলে পুড়ে যাচ্ছে; তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্তব্য বোধে --

গিরিশ -- ছেলেটিকে বাঁচাতে আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান; আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া! (সকলের হাস্য)

[*"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা"*][2]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে করে আনন্দ হয়, তবে

---

[1] ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্। [গীতা, ১১।১৩]

[2] গীতা, [১৮।১৮]

সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নিচে একঘড়া মোহর আছে -- এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, প্রথমে চাই। ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয় -- তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘরার কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এইরকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুরবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, -- সাধু গাঁজা তয়ের করছে আর সাজতে সাজতে আনন্দ।

ডাক্তার -- কিন্তু আগুন 'হীট'ও (উত্তাপ) দেয়, আর 'লাইট'ও (আলো) দেয়। আলোতে দেখা যায় বটে; কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়। ডিউটি (কর্তব্য কর্ম) করতে গেলে কেবল আনন্দ হয় তা নয়, কষ্টও আছে!

মাস্টার (গিরিশের প্রতি) -- পেটে খেলে পিঠে সয়। কষ্টতেও আনন্দ।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি) -- ডিউটি শুষ্ক।

ডাক্তার -- কেন?

গিরিশ -- তবে সরস। (সকলের হাস্য)

মাস্টার -- বশ, এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়ল।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি) -- সরস, নচেৎ ডিউটি কেন করেন?

ডাক্তার -- এইরূপ মনের ইনক্লিনেসন (মনের ওইদিকে গতি)।

মাস্টার (গিরিশের প্রতি) -- 'পোড়া স্বভাবে টানে!' (হাস্য) যদি একদিকে ঝোঁকই (ইনক্লিনেসন) হল Free Will কোথায়?

ডাক্তার -- আমি Free (স্বাধীন) একেবারে বলছি না। গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে, দড়ি যতদূর যায়, তার ভিতর ফ্রি। দড়ি টান পড়লে আবার --

[*শ্রীরামকৃষ্ণ ও* ***Free Will***]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- এই উপমা যদু মল্লিকও বলেছিল। (ছোট নরেন্দ্রের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে?

(ডাক্তারের প্রতি) -- "দেখ, ঈশ্বর সব করছেন, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। এ-বিশ্বাস যদি কারু হয়, সে তো জীবন্মুক্ত -- 'তোমার কর্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কিরকম জানো? বেদান্তের একটি উপমা আছে -- একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ, আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে 'আমি নড়ছি', আমি লাফাচ্চি।' ছোট ছেলেরা ভাবে, আলু। পঠল, বেগুন ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্চে। যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন পটল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে লাফাচ্চে না। হাঁড়ির নিচে আগুন জ্বলছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে লওয়া যায়, তাহলে আর নড়ে না। জীবের 'আমি কর্তা' এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান। জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ। -- পুতুলনাচের পুতুল বাজিকরের

হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়ে না চড়ে না!

"যতক্ষণ না ঈশ্বরদর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্তা এই ভুল থাকবে; আমি সৎ কাজ করেছি, অসৎ কাজ করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাকবেই থাকবে। এ-ভেদবোধ তাঁরই মায়া -- তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে, সৎপথ ধরলে তাঁকে লাভ করা যায়। যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই মায়া পার হয়ে যেতে পারে। তিনিই একমাত্র কর্তা, আমি অকর্তা, এ-বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত, এ-কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।"

গিরিশ -- Free Will কেমন করে আপনি জানলেন?

ডাক্তার -- Reason (বিচার)-এর দ্বারা নয় -- I feel it!

গিরিশ -- Then I and others feel it to be the reverse. (আমরা সকলে ঠিক উলটো বোধ করি যে, আমরা পরতন্ত্র)। (সকলের হাস্য)

ডাক্তার -- ডিউটির ভিতর দুটো এলিমেন্ট -- (১) ডিউটি বলে কর্তব্য কর্ম করতে যাই, (২) পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু initial stage- (গোড়াতে) আনন্দ হবে বলে যাই না। ছেলেবেলায় দেখতুম পুরুত সন্দেশে পিঁপড়ে হলে বড় ভাবিত হত। পুরুতের প্রথমেই সন্দেশ-চিন্তা করে আনন্দ হয় না। (হাস্য) প্রথমে বড় ভাবনা।

মাস্টার (স্বগত) -- পরে আনন্দ, কি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হয়, বলা কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য হলে, Free Will কোথায়?